ISSN Online : 2518-9530, ISSN Print : 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ১৪ সংখ্যা : ৫৫
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১৮

مجلة القانون والقضاء الإسلامي
ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা
www.islamiainobichar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১৪ সংখ্যা : ৫৫

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : জুলাই-সেপ্টেম্বর:২০১৮

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail: islamiainobichar@gmail.com
web: www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : editor@islamiainobichar.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/ গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ শহীদুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী

উপদেষ্টা পরিষদ

শাহ আবদুল হান্নান
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রফেসর ড. এম. কবির হাসান
নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

প্রফেসর ড. সৈয়দ সেরাজুল ইসলাম
লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

প্রফেসর ড. হাবিব আহমেদ
ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. আবূ উমার ফারুক আহমদ
ব্রুনাই দারুসসালাম বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রুনাই

ড. মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
নানওয়াং টেকনলোজি বিশ্ববিদ্যালয়, সিঙ্গাপুর

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
আইন ও বিচার বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
আরবী বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. হাফিজ এ. বি. এম. হিজবুল্লাহ
আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়

প্রফেসর ড. মোঃ ইশারাত আলী মোল্লা
আরবি ও ফার্সি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ISSN-1813-0372/ E-ISSN- 2518-9530) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং: DA-6100) একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। যা ২০০৫ সাল থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ জার্নালে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:

* প্রবন্ধের বিষয়বস্তু: এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্‌হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের শাসন ও বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্‌হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
* পাণ্ডুলিপি তৈরি: পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে। যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণের কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কে কতটুকু অবদান রেখেছেন তার বিবরণ দিতে হবে।
* প্রবন্ধের ভাষা ও বানান রীতি: প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় রচিত হতে হবে। তবে প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।
* প্রবন্ধের কাঠামো: প্রবন্ধের শুরুতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সর্বাধিক ৫টি মূলশব্দ (Keywords) উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের নাম ও পদবী, সারসংক্ষেপ এবং মূলশব্দের ইংরেজি অনুবাদ দিতে হবে। প্রবন্ধে ভূমিকা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জিও উল্লেখ থাকতে হবে।
* উদ্ধৃতি উপস্থাপন: এ পত্রিকায় তথ্যনির্দেশের জন্য Chicago Manual of Style এর Author-Date পদ্ধতি অবলম্বনে ইন-টেক্সট উদ্ধৃতি ও গ্রন্থপঞ্জি থাকতে হবে। ব্যবহৃত তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে।
* প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া: পাণ্ডুলিপি বিজয় কী-বোর্ড এর SutonnyMJ অথবা ইউনিকোড কী-বোর্ড এর Solaimanlipi ফন্টে কম্পিউটার কম্পোজ করে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে। বিকল্প হিসেবে প্রবন্ধের সফট কপি জার্নালের ই-মেইলে (islamiainobichar@gmail.com) পাঠানো যেতে পারে।
* প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন: জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পিয়ার রিভিউ (Double Blind Peer Review) করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।
* লেখা প্রকাশ: প্রকাশের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধ জার্নালের যে কোন সংখ্যায় প্রিন্ট ও অনলাইন উভয় ভার্সনে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ রচনার বিস্তারিত নীতিমালা জার্নালের ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com-এ দেখা যাবে।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

ইসলামী শরীয়ার আলোকে অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি : একটি পর্যালোচনা ৯
আব্দুল্লাহ যোবায়ের

পানাহার : ইসলাম ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে একটি পর্যালোচনা ২৯
ফরিদুল হাসান

প্রত্যাশানুযায়ী সন্তান লাভে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন : ইসলামী শরীয়ার আলোকে একটি বিশ্লেষণ ৬৩
মুহাম্মদ সাআদ হাসান
মোঃ রবিউল হাসান
মোঃ হুসাইন আহমাদ

মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন : প্রেক্ষিত ইসলামী শরীয়াহ ৯৫
মোঃ মসিহুর রহমান

খ্রিস্টবাদ প্রসঙ্গে ইবন তাইমিয়া রহ.-এর ফাতওয়াসমূহ : একটি উপস্থাপনা ১১৭
মোস্তফা মনজুর

প্রচলিত আইন ও ইসলামের দৃষ্টিতে রক্তদান ও পরিসঞ্চালন : একটি পর্যালোচনা ১৩৫
এ.জি.এম সাদিদ জাহান

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

বর্তমান যুগ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের যুগ। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অভূতপূর্ব উন্নতি মানুষের জ্ঞানের জগতকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি জীবনযাত্রাকে সহজ ও দ্রুততর সময়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানাবিধ আবিষ্কারের মধ্যে সামগ্রিকভাবে মানুষের জীবনকে সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করেছে ইন্টারনেট। এর মাধ্যমে বিশ্ব পরিণত হয়েছে একটি ছোট্ট গ্রামে। বরং পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে মহাকাশ ও অন্যান্য গ্রহের তথ্য-উপাত্ত সরবরাহেও ইন্টারনেট অনবদ্য ভূমিকা রাখছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যেসব ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছে তার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, চুক্তিপত্র সম্পাদন ইত্যাদি অন্যতম। বর্তমানে সামগ্রিক ক্রয়-বিক্রয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অনলাইনে সম্পন্ন হয়ে থাকে। বরং প্রতিনিয়ত এর পরিমাণ বেড়েই চলেছে। এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে রচিত হয়েছে "ইসলামী শরীয়ার আলোকে অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধ। এতে ইসলামী শরীয়ার আলোকে অনলাইন চুক্তির পরিচয়, এর মাধ্যম, ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য, অনলাইন চুক্তির ইজাব, কবুল ও মজলিসুল আকদসহ এ ধরনের চুক্তির শরয়ী হুকম ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ইতিবাচক দিকগুলোর একটি হলো, এর মাধ্যমে শরীয়ার বিভিন্ন বিধি-বিধানের গুঢ়তত্ত্ব ও বিজ্ঞানভিত্তিক যৌক্তিকতা অনুধাবন সহজ হয়। শরীয়ার বিধানসমূহের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, ইসলামী জীবনব্যবস্থা সর্বাধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত। এ জীবনব্যবস্থার প্রতিটি বিধান পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করলে একই ফলাফল প্রকাশিত হবে। "পানাহার : ইসলাম ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য একটি বিষয় পানাহারের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা ও রাসূলুল্লাহ স.-এর অনুসৃত পদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে প্রতিটি পদ্ধতির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলাম নির্দেশিত পানাহার পদ্ধতি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শুধু স্বাস্থ্যসম্মতই নয় বরং যুক্তিগ্রাহ্য ও উপকারী। অতএব, ইসলাম নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুবাদে মানুষ কাঙ্ক্ষিত লিঙ্গের সন্তান লাভের প্রচেষ্টা করে। বংশগত রোগের সংক্রমণ রোধ, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ, সামাজিক প্রতিপত্তির অধিকারী হওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট লিঙ্গের সন্তান প্রত্যাশা করা হয়। নির্দিষ্ট লিঙ্গের সন্তান নির্বাচনের বিভিন্ন পদ্ধতিও রয়েছে। প্রাকৃতিক পদ্ধতির পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কিছু পদ্ধতিও অনুসৃত হয়। এ উদ্দেশ্যে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সমূহের শরয়ী বিধান বর্ণনার জন্য রচিত হয়েছে "প্রত্যাশানুযায়ী সন্তান লাভে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন: ইসলামী শরীয়ার আলোকে একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধটি। প্রবন্ধে কাঙ্ক্ষিত লিঙ্গের সন্তান লাভের প্রাকৃতিক পদ্ধতিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করার পর এ উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহারের বৈধতা বিষয়ে সমকালীন উলামায়ে কেরামের মতামত, পক্ষ-বিপক্ষের দলীল-প্রমাণ ও এগুলোর পর্যালোচনা এবং এতদসংশ্লিষ্ট শর্তাবলি ও নীতিমালা তুলে ধরা হয়েছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে চিকিৎসা শাস্ত্রেও বর্তমানে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। এর প্রতিটি বিভাগ, শাখা-প্রশাখায় এসেছে বিস্ময়কর অগ্রগতি। যা মৃত্যু পথযাত্রী মানুষকে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখিয়েছে। মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন তেমনই একটি বিষয়। কোনো মানুষের শরীরের কোন অঙ্গ নিষ্ক্রিয় বা নষ্ট হয়ে গেলে বেঁচে থাকার তাগিদে বিকল্প অঙ্গ প্রতিস্থাপন বা সংযোজন করা হয়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে ধাতববস্তু থেকে প্রস্তুত কৃত্রিম অঙ্গ, প্রাণীর অঙ্গ ও অন্য মানুষের অঙ্গ- এ তিন ধরনের অঙ্গের আশ্রয় নেয়া হয়। "মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন: প্রেক্ষিত ইসলামী শরীয়াহ" শিরোনামে রচিত প্রবন্ধে ইসলামের দৃষ্টিতে উক্ত তিন ধরনের অঙ্গ প্রতিস্থাপনের বিধান আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। তবে মূল আলোচনার পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিধানের দার্শনিক ভিত্তি (Philosophical Background) বর্ণনা করতে যেয়ে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ইসলাম মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় আসীন করেছে বিধায় তার সব ধরনের প্রয়োজনকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছে। বিশেষত জীবন রক্ষার প্রশ্নে এ জীবনব্যবস্থায় সর্বোচ্চ শিথিলতা দেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় কেউ যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের মুখাপেক্ষী হয় তবে একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ সাপেক্ষে ইসলাম এর অনুমতি দিয়েছে, যাতে অবলম্বন থাকা সত্ত্বেও কোন মানুষের জীবন বিপন্ন না হয়।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে একজন মানুষের দেহের একই গ্রুপের রক্ত অন্য জনের দেহে সঞ্চালন করা। রক্তের স্বল্পতাজনিত মুমূর্ষু রোগীর দেহে প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহের মাধ্যমে জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়। ফলে বিশেষ মুহূর্তে রক্তদান জীবন রক্ষায় সহযোগিতা করে। আর্তমানবতার সেবায় ব্যক্তির এ স্বতঃস্ফূর্ত এগিয়ে আসাকে ইসলামী শরীয়া অনুমোদন করে। বরং বিধি মোতাবেক রক্তদান করা হলে ইসলামের দৃষ্টিতে তা একটি বড় দান ও পুণ্যের কাজ হিসেবে বিবেচিত। এ ধরনের মানবিক কল্যাণমূলক কর্মোদ্যোগ ইসলামী শরীয়ার মানবিকতা ও নৈতিকতা সমর্থিত। "প্রচলিত আইন ও ইসলামের দৃষ্টিতে রক্তদান ও পরিসঞ্চালন: একটি পর্যালোচনা" প্রবন্ধে রক্তদানের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রচলিত আইন ও শরয়ী বিধি-বিধানের বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইসলামী আইন ও বিচারের এ সংখ্যায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত এ পাঁচটি প্রবন্ধ ছাড়াও শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া রহ. (৬৬১-৭২৮হি.) কর্তৃক প্রদত্ত খ্রিস্টবাদ সম্পর্কিত ফাতওয়াসমূহের উল্লেখ করে "খ্রিস্টবাদ প্রসঙ্গে ইবন তাইমিয়া রহ.-এর ফাতওয়াসমূহ : একটি উপস্থাপনা" শিরোনামে আরও একটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আশা করি প্রবন্ধগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবেন এবং অন্যান্য সংখ্যার মত এ সংখ্যাও সাদরে গ্রহণ করবেন।

– প্রধান সম্পাদক